"শেখ হাসিনার দর্শন,
সব মানুষের উন্নয়ন"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
[Phone: 88-02-9511066, Fax: 88-02-9552323, www.most.gov.bd]

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ ও রাশিয়ার মধ্যে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের (আরএনপিপি) জ্বালানি সরবরাহে চুক্তিসই অনুষ্ঠান।

ঢাকা ০৬ আগস্ট ২০১৯:

বাংলাদেশ ও রাশান ফেডারেশনের মধ্যে স্বাক্ষরিত আন্ত:রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা চুক্তির আওতায় রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের Nuclear Fuel Supply Contract স্বাক্ষর এর নিমিত্ত রাশিয়ার পারমাণবিক জ্বালানি প্রস্তুত ও সরবরাহকারি প্রতিষ্ঠান টিভিএল জয়েন্ট স্টক কোম্পানি এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের মধ্যে price Calculation Methodolgy- সহ একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত অনুষ্ঠান আজ রাজধানীর হোটেল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত চুক্তিসই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এসডিজির মুখ্য সমন্বয়ক আবুল কালাম আজাদ।

মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশেই মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল। তিনি ছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা। তাঁর কারণেই আজ আমরা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র পেয়েছি, পেয়েছি স্বাধীনতা। আজ আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক। বাঙালি জাতির জন্য এটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের ও লজ্জাজনক যে, পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সদস্যদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে বাংলাদেশ অনেক আগেই উন্নত দেশে পরিণত হত। তিনি আরো বলেন, বঙ্গ বন্ধুর কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাবার স্বপ্ন পূরণে এগিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর নেতৃত্বে অচিরেই এ দেশ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত হবে।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী বলেন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বপ্রথম রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কন্দ্রে প্রকল্পটি বাস্তবায়নরে উদ্যোগ গ্রহণ করনে। সেই ধারাবাহকিতায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননত্রেী শেখ হাসিনার সরকার প্রকল্পটি বাস্তবায়নরে জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণ করনে। আর এটি সম্ভব হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আগ্রহ, উদ্যোগ, সাহস এবং দুরর্দশী সিদ্ধান্তের ফলে। যা আজ দৃশ্যমান। রাশিয়ার সার্বিক সহযোগিতায় পাবনার ঈশ্বরদী উপজেলার রূপপুরে নির্মিত হচ্ছে বাংলাদেশের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র। এই পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের আযুষ্কাল পর্যন্ত এখানে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত ইউরেনিয়াম সরবরাহ করবে রাশিয়া। এ চুক্তিটি একটি ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি। চুক্তিটি ২০১৬ সাল থেকে বাংলাদেশ ও রাশান পক্ষের মধ্যে বিস্তর নেগোসিয়েশনের মাধ্যমে চূড়ান্ত করা হয়।

উল্লেখ্য যে, এই চুক্তি অনুযায়ী রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রটি যতদিন উৎপাদনে থাকবে, ততদিন রাশিয়া এই বিদ্যুৎকেন্দ্রেরজ্বালানি ইউরেনিয়াম সরবরাহ করবে। রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় পারমাণবিক শক্তি করপোরেশন-রোসাটম এই রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। দুই ইউনিট বিশিষ্ট এই পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির ৩+ প্রজন্মের রিয়্যাক্টরভিভিইআর-১২০০ স্থাপন করা হবে। এর প্রথম ইউনিটের কাজ শেষ হবে ২০২৩ ও দ্বিতীয় ইউনিট ২০২৪ সালে।

উক্ত অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আনোয়ার হোসেন, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রকল্প পরিচালক ড. শৌকত আকবর, ঢাকায় নিযুক্ত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আলেক্সান্দর আই ইগনাতভ, রোসাটম, মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাপ্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশের পক্ষে ওই চুক্তিপত্রে সই করেন পরমাণু শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান মাহবুবুল হক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান রাশিয়ান নিউক্লিয়ার ফুয়েল সাপ্লাই কোম্পানির (টিভিইল) কমার্শিয়াল ডিরেক্টর ফেদর শকোলভ।

স্বা:/-